



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 347 - 351

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

‘शिवराजविजय’ उपन्यासे वर्णित तत्कालीन सामाजिक चित्र

ड. देवशीष ब्यानाजी

SACT, रामपुरहाट कलेज, वीरभूम

Email ID: debasish.sanskrit.1983@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Social oppression,
Mughal rule, Hindu
persecution,
Religious-
intolerance,
Shivaji's
leadership,
Patriotism,
Freedom
consciousness, Role
of literature.

Abstract

The novel *Shivraj Vijay*, written by Shri Ambikadatt Vyas, presents a painful and distressing picture of the social conditions of its time. During this period, the lives of the Hindus were extremely insecure and filled with fear. The novel exposes the vulnerable condition of the Hindu community, the inactive and irresponsible lifestyle of the rulers, and the overall atmosphere of social terror. In contrast, it also highlights the luxurious dress, food habits, and extravagant lifestyle of the Mughal rulers.

The Mughals continuously oppressed the Hindu population, beginning with the destruction of temple idols and extending to severe physical and mental torture. Mughal military commanders lived in excessive luxury, and their character is portrayed as morally degraded. Wealth and women were their primary sources of pleasure. Even ascetics were subjected to persecution, and many temples were converted into taverns. The Mughal emperors showed no respect for Hindu religious objects or sacred places. Driven by greed for wealth, they repeatedly plundered India. Hindus were treated brutally, like animals, without any sense of compassion or mercy, and forced religious conversions were common.

As fear, hesitation, and inactivity spread among the Hindu population, Maharashtrian ruler Shivaji emerged as a source of courage and inspiration. He awakened bravery, self-confidence, patriotism, and devotion to the motherland among his soldiers. Shivaji skilfully applied intelligence and strategy in warfare and made efforts to unite other Hindu rulers. However, those Hindus who flattered the Mughals survived only through submission.

India had almost become enslaved under Mughal rule; only Maharashtra and its ruler Shivaji remained independent. The novel demonstrates how literature reflects social reality, strengthens patriotism, and inspires the desire for freedom. Thus, *Shivraj Vijay* provides clear guidance toward national awakening and action.

Discussion

সংস্কৃত গদ্য কাব্যের ইতিহাসে আধুনিককালের গ্রন্থকারদের মধ্যে শ্রী অম্বিকা দত্ত ব্যাস এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তাঁর রচিত ‘শিবরাজবিজয়’ একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসের কথা বস্তু তিনটি বিরামে বিভক্ত, প্রতিটি বিরামে চারটি করে নিঃশ্বাস রয়েছে। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে তৎকালীন সময়ের মুঘলদের নৃশংস অত্যাচার, শিবাজীর স্বদেশিকতা, মাতৃভূমির প্রতি গভীর প্রেম প্রভৃতি দিকগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

‘সাহিত্য সমাজের দর্পণ’ - এই কথার যথার্থতা শ্রী অম্বিকাদত্তব্যাস এর ‘শিবরাজবিজয়’ উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববর্তী যে সমস্ত গদ্য রচনা সেখানে কোথাও চরিত্র প্রধান, কোথাও দৃশ্য প্রধান, কোথাও সমাজের চিত্র স্বল্পমাত্রায় পাওয়া যায়, কিন্তু ‘শিবরাজবিজয়’ এমন এক গ্রন্থ যেখানে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি ও চরিত্র কুশলতা পূর্বক দেখানো হয়েছে। অম্বিকাদত্তব্যাস এই উপন্যাসে সুন্দর চিত্রাঙ্কন করেছেন। উনি হিন্দুদের অসুরক্ষিত অবস্থান, রাজাদের অকর্ম জীবনযাত্রা, সামাজিক পরিবেশ, যুদ্ধ ও মুঘলদের অত্যাচারের বর্ণনা, মুঘলদের বেশভূষা, খাওয়া- দাওয়া, বিলাসিতা প্রভৃতি যথার্থভাবে উদঘাটিত করেছেন।

‘শিবরাজবিজয়’ অধ্যয়ন করে জানা যায় তৎকালীন মুসলমানদের শাসনকালে হিন্দু জনগণের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠিন ও অসুরক্ষিত ছিল। মুসলমান লোকেরা সুন্দরী হিন্দু কন্যাদের অপহরণ করে বিক্রি করে দিত। মুসলমানেরা সদাচারের সীমা থেকে নির্গত হয়ে পরে। মন্দিরের মূর্তি ভাঙ্গা, পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বিনাশ করা, ধনীর ধন অপহরণ করে তার উপর অত্যাচার করা কে মুঘলরা তাদের কর্তব্য বলে মনে করত। মুসলমান শাসকের অত্যাচারের এক অদ্ভুত পটভূমি ব্যাসদেব এখানে তুলে ধরেছেন -

“কাধুনা মন্দিরে মন্দিরে জয় জয়ধ্বনি? ক্ব সম্প্রতি তীর্থে তীর্থে ঘটানাদঃ? কাদ্যপি মটে মঠে বেদঘোষঃ? অদ্য হি বেদা বিচ্ছিদ্য বিথীষু বিক্ষিপ্যন্তে, ধর্মশাস্ত্রান্যুদ্বয় ধূমধ্বজেষু ধ্যায়ন্তে, পুরানানি পৃষ্ট্ব পানীয়েষু পাত্যন্তে, ভাষ্যাণি ভ্রংশয়িত্বা ভ্রাষ্ট্রেষু ভ্রজ্যন্তে, ক্বচিন্মন্দিরাণি ভিদ্যন্তে, ক্বচিদ্ তুলসী বনানী ছিদ্যন্তে, ক্বচিদ দারা অপহ্রিয়ন্তে, ক্বচিদ্ ধনানি লুণ্ঠ্যন্তে, ক্বচিদার্জনাদাঃ, ক্বচিদ্ রুধিরধারাঃ, ক্বচিদগ্নিদাহঃ, ক্বচিদ্ গৃহনিপাতঃ, ইত্যেব শ্রয়তে অবলোক্যতে চ পরিতঃ।”^১

মুঘল সেনাপতিরা অধিক বিলাস প্রিয় ছিল, তারা তাদের কর্তব্য পালন করত না, নীতিবোধও তাদের ছিল না, তাদের ব্যক্তিগত চরিত্র নিচ চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তির অধম ছিল। তারা বিশাল বাহিনী দ্বারা আক্রমণ করলেও নিজেদের ভ্রষ্টতা ও অকর্মণ্যতার জন্য নিজেদের সৈনিকেরা ও অসন্তুষ্ট থাকত। অফজল খাঁ শিবাজীকে হত্যা করার জন্য বা বন্দী করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকলেও শুধুমাত্র ভোগবিলাসে ডুবে থাকায় তার পরাজয় ও মৃত্যু হয়। মুঘলদের বেশভূষা ছিল তামসিক প্রকৃতির। অফজল খাঁ রত্ন নির্মিত টুপি পরিহিত অবস্থায় রাজ দরবারে চাঁদির সিংহাসনে আসীন থাকতেন। এমনকি যখন শিবাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখনও উত্তমবস্ত্র পরিধান করে হীরের টুপি মাথায় পরে পদ্মরাগ মণির মালা এবং মতিগুচ্ছ লাগিয়ে পালকিতে চড়ে যেতে থাকেন। যবনেরা দীর্ঘদিন ধরে স্নান করত না, নোংরা বস্ত্র, ও ঘামের গন্ধে তাদের অস্পৃশ্য দেখাতো। তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত, ধন-সম্পত্তি ও স্ত্রীলোকই ছিল তাদের সুখের বিষয়।

মুঘলদের আমলে ভারতীয় লোকদের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। মুঘল শাসকেরা মন্দির, মঠ প্রভৃতি স্থানে জয়জয়কার ধ্বনির পরিবর্তে তারা তা ভাঙতেই ব্যস্ত ছিল। হিন্দুদের গ্রন্থ তথা বেদকে জলাশয় নিক্ষেপ করা হত, তুলসী বৃক্ষকে কেটে ফেলা হত, স্ত্রী লোকদের অপহরণ করে সমস্ত লুণ্ঠ করে নেওয়া হত। কখনো অগ্নি প্রজ্বলিত করে, কখনো গৃহকে ভেঙে ফেলেও মুঘলদের মন শান্ত হত না। মুঘলদের অত্যাচারে ভারতীয় জনগণ ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন, প্রতিনিয়ত তাদের অত্যাচার বেড়েই চলত।

“স চ প্রজা বিলুণ্ঠ্য, মন্দিরানি নিপাত্য, প্রতিমা বিভিদ্য, পরশশতান্ জনাশ্চ দাসীকৃত্য, শতশ উষ্ট্রেষু রত্নান্যারোপ্য স্বদেশমনৈষীত্।”^২

তাদের থেকে সাত বছরের বালিকাও ছাড় পাইনি, তার জ্বলন্ত প্রমাণ আলোচ্য উপন্যাসে সৌবর্ণি। চতুর্দিকে বিধ্বংসের ধ্বনি শোনা যেত। যে ভারতবর্ষে যাজ্ঞিকদের দ্বারা রাজসূয় যজ্ঞ করা হয়েছিল, বর্ষা-অন্ধকার-উত্তাপ শীতলাকে সঙ্গে নিয়ে যে সন্ন্যাসীরা কঠোর তপস্যা করতেন, সেই সন্ন্যাসীরা স্লেচ্ছদের দ্বারা অত্যাচারিত। মন্দির ধ্বংস করে মদ্যশালায় রূপান্তরিত করা হয়, সতীদের সতীত্ব নষ্ট করা হত। চতুর্দিকে উপদ্রবের বাতাবরণ চলত। মুসলমান তথা যবনেরা ভারতীয়দের লুণ্ঠ করত, এমনকি অধিক ধনসম্পত্তির জন্য তারা বারংবার ভারতকে লুণ্ঠ করতে থাকে।

“এবং স জ্ঞাতাস্বাদঃ পৌনঃ পুণ্যেন দ্বাদশবারমাগত্য ভারতমলুণ্ঠত। তস্মিন্বেব চ স্বসংরম্ভে একদা গুর্জরদেশ চুড়ায়িতং সোমনাথ তীর্থমপি ধূলীচকার। অদ্য তু ততীর্থস্য নামাপি কেনাপি ন স্বর্ঘতে; পরং তত্ সময়ে তু লোকোত্তরং তস্য বৈভবমাসীত। তত্র হি মহাহর্বৈদূর্যপদ্মরাগমাণিক্যমুক্তাফলাদিজটিলানি কপাটানি স্তম্ভান্, গৃহাবগ্রহণীঃ, ভিত্তিঃ, বলভীঃ বিটঙ্কানি চ নির্মভ্য, রত্ননিচয়মাদায়, শতদ্বয়মণসুবর্ণশঙ্খলাবলস্বিনীং চঞ্চাচকচক্যচকিতীকৃতাবলোচকলোচনিচয়াং মহাঘণ্টাং প্রসহ্য সঙ্গৃহ্য মহাদেবমূর্তাবপি গদামুদতুলত।”^৩

ভারতের অনেক ধন-সম্পত্তি তারা নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। লোভের বশবর্তী হয়ে সোমনাথ তীর্থক্ষেত্রকে তারা নষ্ট করে দেয়। সোনা, হিরে, মোতি, এমনকি সোনার শিকলে বাঁধা ঘণ্টা জোড়পূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। শিব প্রতিমাকে লোকের চিৎকার ও ক্রন্দনে কর্ণপাত না করে ভেঙে দিয়েছিল।

“কিন্তু ভিনদ্যি ইতি সংগর্জ্য জনতয়া হাহাকারকলকলমাকর্ষণন্ ঘোর গদয়া মূর্তিমতুক্রটত। গদাপাতসমকালমেব চানেকার্বুদ্পদ্মমুদামূল্যানি রত্নানি মূর্তিমধ্যাদুচ্ছলিতানি পরিতো অবাকীর্যন্ত। স চ দঙ্কমুখঃ তানি রত্নানি মূর্তিখণ্ডানি চ ক্রমলকপৃষ্ঠেধারোপ্য সিন্ধুনদমূর্তীর্য স্বকীয়াং বিজয়ধ্বজিনীং গজিনীং নাম রাজধানীং প্রাবিশত।”^৪

মুঘল লোকেরা প্রজাদেরকে পশুর মত মারতো, প্রজাদের রক্তে সিক্ত মৃত্তিকায় নিজেদের পতাকা উড়িয়ে দিত, গঙ্গার মত পবিত্র নদীর জলকে রক্তের ধারায় শোণনদ বানিয়ে দিয়েছিল। আকবরের রাজত্বকালে শান্তিপ্রিয় ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সমাদর করার মত কিছু লোক থাকলেও তার প্রৌপুত্র ঔরঙ্গজেব কলিযুগের মূর্তিমান প্রতীক হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

“তমারভাদ্যাবধি রাক্ষসা এব রাজ্যমকার্ষুঃ। দানবা এব চ দীনানদীদলন্। অভূত কেবলম্ অকবরশাহনামা যদ্যপি গুঢ়শক্রভারতবর্ষস্য, তথাপি শান্তিপ্রিয়ো বিদ্বৎপ্রয়শ্চ। অসৈব্য প্রপৌত্রো মূর্তিমদিব কলিযুগং, গৃহীতবিগ্রহ ইব চাধর্মঃ, আলমগীরোপাধিধারী অরঙ্গজীবঃ সম্প্রতি দিল্লীবল্লভতাং কলঙ্কয়তি। অসৈব্য পতাকাঃ কেকয়েষু মৎস্যেষু মগধেষু অঙ্গেষু বঙ্গেষু কলিঙ্গেষু চ দোধুয়ন্তে, কেবলং দক্ষিণদেশঅধুনা অপি অস্য পরিপূর্ণো নাধিকারঃ সংবৃত্তঃ।”^৫

ঔরঙ্গজেবের দ্বারা সকল ভারতভূমি অত্যাচারিত হয়, আর্য়দের জোড়পূর্বক মুসলমান বানানো হত, চতুর্দিকে আল্লাহ, আল্লাহ প্রভৃতি ফারসি শব্দ শোনা যেত। সেখানকার বাজারে আঙ্গুর, কলা, নারকেল, বিক্রি করা হত, তাছাড়া তিতর, মুরগি, বাজ, উল্লুক, ইত্যাদি পাখি ও তাদের ডিম বিক্রি হত, মুঘল সম্রাটেরা সমগ্র ভারতবর্ষকে অধীনস্থ করে রাখে। ভারতীয়দের ওপর জিজিয়া কর চাপিয়ে দেওয়া হয়, মোগলরা নির্দোষ লোকেদেরও কষ্ট দিত, কোন দয়া সহানুভূতি তাদের ছিল না, হিন্দুদের প্রতি তারা পশতুল্য আচরণ করত।

অন্যদিকে হিন্দু রাজাদের আত্মসম্মান শক্তি ও পরাক্রম প্রতিনিয়ত নষ্ট হয়ে পড়তে থাকে। হিন্দু সমাজের মধ্যে অনির্বচনীয় ভয়, কুণ্ঠা, অকর্মণ্য ভাবনার বাসা বাঁধতে থাকে। তাদের আস্থা, বিশ্বাস হারিয়ে যেতে থাকে, সেই সময় মহারাষ্ট্ররাজ শিবাজী জনগণের মধ্যে সাহস, বল এবং ও পুরুষার্থকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন, তাদের ধৈর্য ও শক্তি প্রদান করা হয়, হিন্দুদের অস্তগত শৌর্যকে পুনরায় জাগিয়ে তুলে তৎকালীন শাসকের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। “মহারাষ্ট্রদেশরত্নম্, যবনশোণিতপিপাসাঅকুলোকৃপাণঃ, বীরতাসীমন্তিনীসীমন্তসুন্দরসাম্রসিন্দুরদানদেদীপ্যমানদোদর্দণ্ডঃ,

মুকুটমণিমহারাজ্ঞানাম্ ভূষণং ভটানাম্ নিধিনীর্তীনাম্ কুলভবনং কৌশলনাম্ পারাবারঃ পরমোৎসাহানাম্ কশ্চন্ প্রাতঃস্মরণীয়ঃ, স্বধর্মাগ্রহগ্রহগ্রহিলঃ, শিব ইব ধৃতাভতারঃ শিববীরশ্চাম্বিন্ পুণ্যনগরাদ্রেদীয়স্যেব সিংহদুর্গে সসেনো নিবসতি।”^৬

এমনকি নিজ সৈন্যদের আত্মবিশ্বাস, রাষ্ট্রভক্তি এবং মাতৃভূমির প্রতি সেবার ভাবনাকে উদ্বেলিত করে তোলেন। পরিনামবশত ঔরঙ্গজেবের মত নিষ্ঠুর শাসক মহারাজ শিবাজীর নাম শুনে ভীত সঙ্কষ্ট হত, তিনি সকল উপায় অবলম্বন করেও শিবাজীর শৌর্ষের কাছে হার মানেন।

শিবরাজবিজয় পাঠ করে জানা যায় তৎকালীন সমাজে ছল বলের দ্বারা শত্রুর ওপর বিজয়প্রাপ্ত হওয়া কোন অন্যায্য কাজ ছিল না। রাজা লোকেরা নিজের থেকে বলবান প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিকে ছলের দ্বারা নিজের বশে এনে বিজয় লাভ করত। অফজল খাঁ সেই উদ্দেশ্যেই শিবাজীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এবং শিবাজীর সঙ্গে ছলপূর্বক মিত্রতা করে জীবিত অবস্থায় বন্দী করে বিজাপুর নরেশের কাছে উপস্থিত করার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু অফজল খাঁর উদ্দেশ্য শিবাজী কুশল গুপ্তচরের দ্বারা জ্ঞাত হওয়ায় তিনি সর্বকতা বশত অফজাল খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। অফজল খাঁ নিজের বিশাল বাহিনীর ওপর ভরসা করে এগিয়ে যান। কিন্তু শিবাজীর নিজ বাহুবলের ওপর ও কুশাগ্র বুদ্ধির উপর তথা নিজ রণচাতুরীর ওপর ভরসা ছিল, তার জন্য শিবাজী আলিঙ্গন করার অজুহাতে অফজল খাঁ কে মৃত্যুর দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল।

“ততস্ত, ইতোঅশ্চাত্ শিববীরঃ, ততস্ত অফজলখানঃ অপি যুগপদেবাবাতরতাম্, পরস্পরং সাক্ষাৎকৃত্য চ উভাবপুৎসুকাত্যাং নয়নাভ্যাম্, সত্বরাভ্যাং পাদাভ্যাম্, স্বাগতাত্মদ্রুতংপ্রেরণ বদনেন আশ্লেষায় প্রসারিতাভ্যাং চ হস্তাভ্যাং কৌশোয়াস্তরণবিরোচিতায়াং বহির্বেদিকায়াং ধাবমানৌ পরস্পরমালিলিঙ্গিতুঃ। শিববীরস্ত আলিঙ্গনচ্ছলেনৈব স্বহস্তাভ্যাং তস্য স্কন্ধৌ দৃৎ গৃহীত্বা সিংহনখৈর্জক্রণী কন্ধরাং চ ব্যাপাটয়ত্। রুধি়রিদিক্শং চ তচ্ছরীরং কটিপ্রদেশে সমুত্তোল্য ভূপৃষ্ঠে অপ্ৰোথয়ত্।”^৭

শিবাজী নিজ গুপ্তচর, দ্বাররক্ষী প্রভৃতিকে সর্বকতার সঙ্গে নিযুক্ত করতেন, যার ফলে কোন প্রলোভনে তারা আসক্ত হত না। স্বীয় কর্তব্য থেকে তারা কখনো বিচ্যুত হত না, প্রভুর আজ্ঞায় তাদের কাছে সবচেয়ে বড় ছিল, সেক্ষেত্রে ব্রহ্মবাক্যও যেন প্রভুর আজ্ঞার কাছে নগণ্য।

“সন্ন্যাসী - তদ্ যদি ত্বং মাং প্রবিশন্তং ন প্রতিরুদ্ধেঃ, তদ্বনৈব পরিস্কৃতং পারদভস্য তুভ্যাং দদ্যাম্, যথা ত্বং গুঞ্জামাত্রোপা দ্বাপঞ্চশশংসজ্যাকতুলাপরিমিতং তাম্রং জাম্বুনদং বিধাতুং শকুয়াঃ। দৌবারিকঃ- হংহো! কপট সন্ন্যাসিনঃ! কথং বিশ্বাসঘাতং স্বামিবধনং চ শিক্ষয়সি? তে কেচো নান্যে ভবন্তি জারজাতাঃ, যে উৎকোচোলোভেন স্বামিনং বধয়িত্বা আত্মানমন্ধতমসে পাতয়ন্তি, ন বয়ং শিবগনাস্তাদৃশাঃ। (সন্ন্যাসিনো হস্তং ধৃত্বা) ইতস্ত সত্যম কথায় কস্তম? কুত আয়াতঃ? কেন বা প্রেষিতঃ? সন্ন্যাসী - (স্মিত্যেব) অথ ত্বং মাং কং মন্যসে? দৌবারিকঃ- অহং তু ত্বামস্যেব সসেনস্যাতস্য অফজলখানস্য - সন্ন্যাসী - (বিনিবার্য মধ্য এব) ধিগ্ ধিগ্। দৌবারিকঃ- কস্যাপ্যন্যস্য বা গুপ্তচরং মন্যে। তদাদেশং পালয়িষ্যামি প্রভুবর্যস্য। (হস্তমাকৃষ্য) আগচ্ছ দুর্গাধ্যক্ষসমীপে, স এবাভিজ্জায় ত্বয়া যথোচিতং ব্যবহরিস্যতি।”^৮

ভারতবর্ষের অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল যে, রক্ষকই ভক্ষকের রূপ ধারণ করেছিল। সমস্ত ব্যবস্থা প্রায় নষ্ট হয়ে পড়েছিল। পরমপূজ্য বেদজ্ঞ বিদ্বানদের রক্তে মুঘলরা রাঙিয়ে ফেলেছিল। হিন্দু রাজাদের মধ্যে যারা মুঘলদের চাটুকারিতা করতে পারতো, তারা কোন প্রকারে তাদের অধীনস্থ হয়ে জীবনধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারত দেশ প্রায় মুঘলদের গোলাম হয়ে গিয়েছিল, কেবলমাত্র মহারাষ্ট্র দেশ এবং মহারাষ্ট্ররাজ শিবাজী স্বতন্ত্র রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক রাজাকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য তৈরি থাকতে বলেন কিন্তু অধিকাংশ রাজা ভিতরে ভিতরে মুঘলদের সন্ধি প্রস্তাব মেনে নেন। শিবাজী মহাদেব পন্ডিতের ছদ্মবেশে যশবন্ত সিংহকে বলেছিলেন—

“ভগবন্! যঃ ক্ষত্রিয়তা ধূর্ধরঃ, যেন রাজস্বতীয়ং ভূঃ, যো অস্মাদৃশানামভিমান্-ভাজনম্, যস্মিন্ ধর্ম-ধুরন্ধরা
আগ্রহগ্রহিলাঃ, যং পীযুষ-পুরমিব চক্ষুশ্চষকৈশ্চিরায় পিপাসামহে, যঃ সনাতন-ধর্ম রক্ষয়া একমাত্রং
শরণম্, যশ্চ ভারতীয় বীরকুল-মুকুটমণিঃ, তমেবাদ্য কদর্য্য-হতকানাং পাটচরাণাং জাল্মানাং ধর্ম
ধ্বংসিনামেতাযাংদাসপদলাঞ্ছনমালোক্য শোকাকুলো মহারাত্রিরাজঃ।”^১”

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল, কিন্তু পরিবর্তনশীল সমাজের পরিচয় সাহিত্যের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়। তাই সাহিত্য সত্যিই সমাজের দর্পণ। দর্পণে যেমন সঠিক প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই দর্পণ মলীন হলে তার স্বচ্ছতা আর থাকে না, সেইরকম প্রকৃত সাহিত্য সমাজের মুখ্য রূপে প্রতিফলিত হয়। এখানে অম্বিকাদত্তব্যাস যেভাবে তৎকালীন তথা মুঘল আমলের ভারতের সামাজিক অবস্থাকে স্বচ্ছ দর্পণের মত পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। তিনি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির প্রত্যেকটি বিষয়কে নিখুঁতভাবে সহজ সরল সাবলীল ভাষায় এবং অলংকরণের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের পরম সত্যকে নির্ভীকভাবে পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরে দেশপ্রেমকে জাগ্রত করেছেন, তেমনি স্বাধীনচেতা মানুষের স্বাধীনতার তৃষ্ণাকে অধিক বাড়িয়ে দিয়েছেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ভয়ংকর নিন্দনীয় দিকগুলির পাশাপাশি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে সকলের সম্মুখে নিয়ে এসে স্বাধীনতার পটভূমি কালে রচিত এই উপন্যাসটি স্বদেশিকতার প্রতি গভীর আত্মবেদনাকে আন্দোলিত করেছে। সুতরাং বলা যায় তৎকালীন সমাজের নিখুঁত বাস্তব চিত্রাঙ্কনে তথা সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ এই উপন্যাস। যেকোনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বা বিচ্ছিন্নতাবাদকে একত্রিত করতে সাহস, মনোবল যেমন প্রয়োজন; তেমনি প্রয়োজন দেশপ্রেম। দেশ বা জাতির প্রতি প্রেম থেকে একটি দেশ বা কোন জাতি সজ্জবদ্ধ হতে পারে, আর তার জন্য এমন কিছু সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন, যাতে তা কার্যকর হয়। ‘শিবরাজবিজয়’ উপন্যাসের মধ্যে বর্ণিত সেই অত্যাচারের কাহিনী একদিকে যেমন মানুষকে সজাগ করে দেয়, অপরদিকে তেমনি শিবাজীর মত আদর্শবান নৃপতির জন্য সাধারণ মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে একত্রিত হতে সচেষ্ট হয় সুতরাং প্রকৃত ইতিহাসই আমাদের শিক্ষা দেয় কিভাবে চলা উচিত বা কোন বিষয় অবলম্বন করা উচিত।

Reference:

১. ত্রিপাঠি, ডঃ রূপনারায়ণ, শিবরাজবিজয়, হংসা প্রকাশন, জয়পুর, পৃ. প্রথম নিশ্বাস - ৩০
২. মিশ্র, ডঃ রমাশঙ্কর, শিবরাজবিজয়, চৌখম্বা, সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, পৃ. প্রথম নিশ্বাস - ৫৫
৩. মিশ্র, ডঃ রমাশঙ্কর, শিবরাজবিজয়, চৌখম্বা, সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, পৃ. প্রথম নিশ্বাস - ৫৮
৪. মিশ্র, ডঃ রমাশঙ্কর, শিবরাজবিজয়, চৌখম্বা, সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, পৃ. প্রথম নিশ্বাস - ৬০
৫. মিশ্র, ডঃ রমাশঙ্কর, শিবরাজবিজয়, চৌখম্বা, সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, পৃ. প্রথম নিশ্বাস - ৬৯
৬. মিশ্র, ডঃ রমাশঙ্কর, শিবরাজবিজয়, চৌখম্বা, সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, পৃ. প্রথম নিশ্বাস - ৭২
৭. মিশ্র, ডঃ রমাশঙ্কর, শিবরাজবিজয়, চৌখম্বা, সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, পৃ. দ্বিতীয় নিশ্বাস - ২২৮
৮. মিশ্র, ডঃ রমাশঙ্কর, শিবরাজবিজয়, চৌখম্বা, সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, পৃ. দ্বিতীয় নিশ্বাস - ১২০
৯. মিশ্র, ডঃ রমাশঙ্কর, শিবরাজবিজয়, চৌখম্বা, সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, পৃ. ষষ্ঠ নিশ্বাস - ৮৭